তারিখ ... 20 JUN 2015 ...
পৃষ্ঠা ... ৩ ... কলাম ... ২ ...

বেসরকারী মেডিক্যাল শিক্ষার মান নিয়ন্ত্রণে আইন হচ্ছে

খসড়া চূড়ান্ত

আইয়ুবুর রহমান ভুইয়াকে সভাপতি করে ১৪ সদস্যের কমিটি গঠিত হয়। পরবর্তীতে মূল কমিটির সুপারিশ ও প্রস্তাবে বাংলাদেশ মেডিক্যাল এ্যাসোসিয়েশন (বিএমএ) মহাসচিব অধ্যাপক ডাঃ ইকবাল আর্সলানের নেতৃত্বে পাঁচ সদস্যের একটি সাব কমিটি গঠিত হয়। ওই কমিটি ইতোমধ্যেই বাংলাদেশ মেডিক্যাল এ্যাক্রেডিটেশন আইন-২০১৫ এর খসড়া চূড়ান্ত করেছে।

এ কমিটির অন্য সদস্যরা হলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মেডিসিন ফ্যাকাল্টির ডিন অধ্যাপক ডাঃ মোঃ ইসমাইল খান, বাংলাদেশ মেডিক্যাল এ্যান্ড কাউন্সিল (বিএমডিসি) রেজিস্ট্রার ডাঃ জাহেদুল হক বসুনিয়া, সেন্টার ফর মেডিক্যাল এডুকেশন পরিচালক অধ্যাপক ডাঃ সাইফুল ইসলাম ও স্বাস্থ্য অর্থনীতি ইউনিটের প্রধান আসাদুল ইসলাম। স্বাস্থ্য অধিদফতর প্রকাশিত হেলথ বুলেটিন-২০১৪ পরিসংখ্যান অনুসারে, বর্তমানে বেসরকারীভাবে ৬২টি মেডিক্যাল ও ১৮টি ডেন্টাল কলেজ রয়েছে। এছাড়া ৭৪টি নার্সিং ইনস্টিটিউট, ১০৩টি মেডিক্যাল এ্যাসিস্ট্যান্ট ট্রেনিং স্কুল (ম্যাটস) ও ৯৭ হেলথ টেকনোলজি ইনস্টিটিউট রয়েছে। স্বাস্থ্য অধিদফতরের চিকিৎসা শিক্ষা এসব প্রতিষ্ঠানের দেখভালের দায়িত্বে থাকলেও জনবলের দোহাই দিয়ে তারা সঠিকভাবে দায়িত্ব পালন করে না। ন্যূনতম অবকাঠামো, শিক্ষক, শিক্ষা উপকরণ ও ল্যাবরেটরি সুযোগ-সুবিধা না থাকা সত্ত্বেও বহু প্রতিষ্ঠান বছরের পর বছর চলছে বলে অভিযোগ দীর্ঘদিনের।

জানা গেছে, এ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিলে সাংসদ, মেডিক্যাল চিকিৎসা শিক্ষা ও গবেষক, এ্যাটর্নি জেনারেল, বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউট, বিএমডিসি, বিসিপিএস, বিএমএ, বিএমআরসি, ফার্মেসি কাউন্সিল, ডেন্টাল সোসাইটি, নার্সিং কাউন্সিল, স্টেট ফ্যাকাল্টি, কনজ্যুমারস এ্যাসোসিয়েশন প্রভৃতি সংগঠনের শীর্ষ কর্মকর্তাদের অন্তর্ভুক্ত করা হবে। স্বাস্থ্য অধিকার আন্দোলন জাতীয় কমিটির সভাপতি সাবেক বিএমএ সভাপতি অধ্যাপক ডাঃ রশীদ ই মাহবুব বলেন, বিএমডিসিসহ সরকারের একাধিক প্রতিষ্ঠান বর্তমানে চিকিৎসা শিক্ষা ও স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠান দেখভালের দায়িত্ব পালন করছে। পৃথক মেডিক্যাল এ্যাক্রেডিটেশন গঠিত হলে কারা এটি পরিচালনা করবে, তাদের কাজ কী হবে সে সম্পর্কে আগে ধারণা স্পষ্ট হওয়া প্রয়োজন বলে মন্তব্য করেন তিনি।

বিশেষজ্ঞরা জানান, বেসরকারী মেডিক্যাল শিক্ষা আজ ব্যবসায় পরিণত হয়েছে। গত কয়েক দশক ধরে মেডিক্যাল কলেজ স্থাপনে অনিয়ম ও দায়িত্বহীনতার কারণে দেশের কতিপয় অসাধু চক্র এই সেক্টর নিয়ে ব্যবসা করার সুযোগ পেয়েছিল। ওই সময় হাসপাতাল থাকলেই মেডিক্যাল কলেজের অনুমোদন মিলেছে। সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে সরকারী ও বেসরকারী মেডিক্যাল কলেজের সংখ্যা দিন দিন বেড়েই চলেছে। দেশে সরকারী যেমন-তেমন; বেশিরভাগ বেসরকারী মেডিক্যাল কলেজের প্রতিষ্ঠা, শিক্ষাদান, পরীক্ষা গ্রহণসহ নানা কর্মকান্ড নিয়ে আলোচনা-সমালোচনার কোন শেষ নেই। খুবই আকস্মিক ও অপরিকল্পিতভাবে অনেকটা ব্যবসায়িক উদ্দেশ্য নিয়ে এগুলো তৈরি করা হয়েছে। হাতে গোনা দু-চারটি ছাড়া বাকি সব বেসরকারী মেডিক্যাল কলেজকে ঘিরে চিকিৎসা শিক্ষা বাণিজ্যের যে হাট বিস্তৃতি লাভ করেছে, তা দেশের চিকিৎসা ও স্বাস্থ্য সেক্টরের জন্য মারাত্মক হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে।